০৮-০৪-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিশ্চিত করো যে আমাদের যা কিছু আছে সব বাবার, তারপর ট্রাস্টি হয়ে সামলাও। তাহলে সবকিছু পবিত্র হয়ে যাবে, শিববাবার ভান্ডারী থেকে তোমাদের পালনা হবে।"

প্রশ্নঃ- শিববাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যাওয়ার পরে কোন্ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ?

উত্তরঃ- তোমরা যখন সমর্পিত হয়েছ তখন সবকিছু শিববাবার হয়ে গেছে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপে মত নিতে হবে। কোনো কুকর্ম করলে অনেক পাপ হয়ে যাবে। যে অর্থ শিববাবার হয়ে গেছে তা দিয়ে কোনো পাপ কর্ম করতে পার না, কারণ এক একটা পয়সা হীরেতুল্য, এই অর্থ ভালো ভাবে সামলাতে হবে। কোনো কিছু যেন ব্যর্থ না হয়। বাবা তোমাদের কাছ থেকে কিছুই নেন না কিন্তু তোমাদের কাছে যে অর্থ আছে তা মানুষকে কড়ি থেকে হীরে তুল্য বানানোর সেবাতে ব্যবহার করতে হবে।

গীতঃ- মানুষ আজ আছে অন্ধকারে...

ওম্ শান্তি। যারা ভক্তি করছে এটা তাদের গান। তোমরা তো এই গান গাইতে পার না । কারণ বলা হয় যে ভগবান এসে পরিচয় দাও। প্রভুই এসে নিজের পরিচয় দেন। প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান - আসলে তো একই কথা। প্রভুর পরিবর্তে তোমরা বল "বাবা", তখন কথাটা একদম সহজ হয়ে যায়। "বাবা" মানে বোঝায় - পরিবার। সব তো বাবারই রচনা, তাই সবাই তার সন্তান। বাবা বলা খুব সহজ। কেবল প্রভু কিংবা গড বললে বাবা বলে বোঝা যায় না, এতে বাবার ভালোবাসা এবং সম্পত্তির ওপর অধিকারও প্রকাশ পায় না। বাবা তো স্বর্গ রচনা করেন। এতো ছোট কথাটাও কেউ বুঝতে পারে না। অর্ধেক কল্প ধাক্কা খেতে থাকে। বাবা এসে এক মুহূর্তের মধ্যে নিজের পরিচয় দেন। বাবার সামনে বাচ্চারা বসে আছে, কিন্তু চলতে চলতে নিশ্চয় ভেঙে যায়। যদি পাক্কা নিশ্চয় থাকে তাহলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। আমরা তো শিববাবার নাতি। বাবার ঘরের হয়ে গেছি। বোঝে যে আমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে খাই। যখন ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে তখন ভোজনও ব্রহ্মাভোজন হয়ে গেছে। শিববাবার ভান্ডারীর ভোজন হয়ে গেছে, এই নিশ্চয় রাখতে হবে। আমরা তো শিববাবার। ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই নেই। আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম শিববাবার সন্তান। আমাদের সবকিছু বাবার আর বাবার সবকিছু আমাদের। ব্যবসায়ীদের হিসাব করা উচিত। আমাদের সবকিছু বাবার আর বাবার সবকিছু আমাদের, তাহলে কার পাল্লা ভারী হল ? আমাদের কাছে তো কটুতা আছে(বা খড়কুটো), আর আমরা বলি যে বাবার রাজ্য আমাদের। তাহলে তো তফাৎ হয়ে গেল, তাই না ? তোমরা জানো যে আমরা ঈশ্বরের দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা বাবাকে দিয়ে দিই। বাবা তারপরে বলেন তুমিই ট্রাস্টি হয়ে সামলাও। বুদ্ধিতে রাখো এইসব শিববাবার। নিজেকেও শিববাবার সন্তান মেনে চল তাহলে সব কিছু পবিত্র হয়ে গেল। ঘরের মধ্যেই ব্রহ্মাভোজন হয়। শিববাবার ভান্ডারা হয়ে যায় কারণ ব্রাহ্মণরাই বানায়। সবাই তো এমনিই বলে দেয় যে ঈশ্বরের দেওয়া, কিন্তু এখানে তো বাবা সামনে এসেছেন। যখন আমরা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে গেছি। আমরা একবার সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে গেলে সেটা শিববাবার ভান্ডারী হয়ে গেল। এটাকেই ব্রহ্মাভোজন বলা হয়। বোঝে যে আমরা যা খাই সেটা শিববাবার

ভান্ডারীর। পবিত্র তো অবশ্যই থাকতে হবে। ভোজনও পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু যদি সম্পূর্ণ সমর্পিত হও তাহলে। কিছুই দিতে হবেনা শুধু সমর্পিত হতে হবে - বাবা এই সবকিছু তোমার। বাবা বলেন - আচ্ছা বাচ্চারা, এইবার ট্রাস্টি হয়ে সামলাও। নিজেকে ট্রাস্টি বলে বুঝে ঘরে বসে শিববাবার ভান্ডারী থেকেই খাও। যে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়েছে সে শিববাবার হয়ে গেছে। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা কর। এইরকম যেন না হয় যে শিববাবার ভান্ডারী থেকে খরচ করে কোনো পাপ করে দিলাম। শিববাবার অর্থের দ্বারা পূণ্য করতে হবে। এক একটা পয়সা হীরে তুল্য। সেই গুলোর দ্বারা অনেকের কল্যাণ হবে, তাই ভালো করে সামলাতে হবে। কিছুই যেন ব্যর্থ না যায় কারণ এই অর্থের দ্বারা মানুষ কড়ি থেকে হীরেতুল্য হয়। বাবা বলেন আমার সম্পত্তিও তোমার। একমাত্র বাবাই নিষ্কামী। সকল সন্তানের সেবা করেন। বাবা বলেন আমি নিয়ে কি করব, সবকিছু তোমাদেরই। তোমরাই রাজ্য করবে। আমার পার্টটাই এইরকম, তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সুখী করি। শ্রীমৎ ও প্রাপ্ত হতে থাকে। কোনো কন্যা যদি বিয়ে করতে চায় তখন বলে যে জ্ঞানে না আসলে যেতে দাও। বাচ্চা আজ্ঞাকারী না হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়না। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে শ্রেষ্ঠ হয় না, অধিকারী হয় না । তার ওপর শাস্তিও খেতে হবে। বাবার নির্দেশ হল অন্ধের লাঠি হও। ওরা তো কিছুই বোঝে না।

তোমরা জানো যে আগে আমরাও আগে একদম বাঁদরের মত পতিত ছিলাম। বাবা এখন আমাদেরকে সেনা নিয়েছেন । আমাদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে মন্দিরের যোগ্য বানাচ্ছেন, বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। বাকি সবাইকে শাস্তি দিয়ে মুক্তিধামে পাঠিয়ে দেবেন। বেহদের বাবার সকল কথা বেহদের। একজন রাম-সীতার কথা নয়। বাবা বসে সকল শাস্ত্রের সার কথা শোনান। মানুষ হয়তো অনেক পড়াশুনা করে কিন্তু কিছুই বোঝেনা। তাই পড়া আর না পড়া সমান। পড়তে পড়তে আরও কলা কমে গিয়ে পতিত ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এখন পতিত-পাবনকে ডাকছে - তুমি এসো। আবার গঙ্গাতে দাঁড়িয়ে বলছে কিছু দান করতে। কিন্তু আমাদের তো পবিত্র হতে হবে, এতে দান করার কি দরকার। গঙ্গার জলে দান করে। বড় বড় রাজারা স্বর্ণমুদ্রা ছোড়ে, তারপর পূজারীরা জীবিকা অর্জনের জন্য কিছু না কিছু শোনায়। বাবা তো তোমাদের ২১ জন্মের আয় করিয়ে দিচ্ছেন। বাবা কত ভালো করে বুঝিয়ে পবিত্র বানান। বাবা বসে তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে পরিচয় দিচ্ছেন যে তোমরা যারা ব্রাহ্মণ, তারা যদি সমর্পিত হয় তাহলে শিববাবার ভান্ডারী থেকে খাচ্ছ। সমর্পিত না হলে আসুরী ভান্ডারী থেকে খাচ্ছ। বাবা এটা বলেন না যে তোমার সকল দায়িত্ব কর্তব্য তুমি এখানে নিয়ে এসো। তুমিই সামলাও কিন্তু ট্রাস্টি হয়ে। যদি নিশ্চয়বুদ্ধি থাকে তাহলে শিববাবার ভান্ডারী থেকেই খাচ্ছ, এতে তোমাদের অন্তর শুদ্ধ হতে থাকবে। গায়নও আছে যে ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ, আসলে এই ব্রাহ্মনরাই নমঃ করার যোগ্য। তোমরা জানো যে ব্রহ্মার দ্বারা বাবা আমাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান। প্রতি কল্পেই বাবা এসে আমাদেরকে রাবণ রাজ্য থেকে মুক্তি দিয়ে সুখী বানান। ওখানে দুঃখের নামই নেই। ভারতে অনেক গুরু, বিদ্বান, পন্ডিতরা আছেন। প্রত্যেক স্ত্রী-র পতিও একজন গুরু। তাহলে কতজন গুরু হয়ে গেল। কত ভুল প্রথা চলে আসছে। চুক্তি করিয়ে নেয় যে পতিই তোমার সবকিছু। তাঁর নির্দেশেই চলতে হবে। প্রথমে নির্দেশ দিল, যে পূজ্য কুমারী ছিল সে তৎক্ষণাৎ পূজারী হয়ে গেছে। সবার সামনে মাথা ঠুকতে হবে। এরপর কাম কাটারী চালানোর নির্দেশ দেয়। তাহলে কত তফাৎ হয়ে গেল। এখানে তো বাবা বলেন আমার সহযোগী বাচ্চা দরকার। তারা পায়ে কেন পড়বে, সন্তানরা তো উত্তরাধিকারী হয়। নম্রতা দেখানোর জন্য পায়ে পড়ার দরকার নেই। নমস্কার বলতে পারো। তোমরা বল যে আমরা বাবার কাছ থেকে

উত্তরাধিকার নিতে এসেছি কিন্তু মায়া একদম ভুলিয়ে দেয়। ছেড়ে চলে যায়। মায়া বুদ্ধিকে নাশ করে দেয়। আজ বাবা বুঝিয়েছেন শিববাবার ভান্ডারা সর্বদা ভরপুর থাকে, তাই যে ঐ ভান্ডারী থেকে খায় তাকে কাল গ্রাস করেনা, সে অমর হয়ে যায়। তুমি সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়েছো তাই সবকিছু শিববাবার হয়ে গেছে, পাক্কা নিশ্চয় থাকতে হবে। কোনো কুকর্ম করে দিলে অনেক পাপ হয়ে যাবে। প্রতি পদক্ষেপে মত নিতে হবে। কতজন পড়ে যায়। বাবা-বাবা বলে ৮-১০ বছর থাকে তারপর মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। বাবা বলেন প্রতি পদক্ষেপে যেখানেই বিভ্রান্ত হচ্ছ বাবার মত নাও। কোনো বাচ্চা বলে যে আমি তো মিলিটারিতে চাকরি করি, ওখানের খাবার খেতে হয়। বাবা বলেন কি আর করা যাবে। বাবার থেকে মত নিলে বাবা দায়বদ্ধ থাকবেন। অনেকেই বলে যে বাবা, বিদেশে যেতে হয়, পার্টিতে উপস্থিত থাকতে হয়। হয়তো নিরামিষ খাবার থাকে কিন্তু সবই তো বিকারী। তুমি যেকোনো অজুহাত দেখাতে পারো। বলো যে, আচ্ছা চা খেয়ে নিচ্ছি। অনেক রকমের যুক্তি তোমরা পাও। এঁনার ডান হাত ধর্মরাজও উপস্থিত। এইসময়ে প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমৎ নিতে হবে। পদ অনেক উঁচু। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবেনা যে আমি বিশ্বের মালিক হতে পারবো। কিছুই জানেনা। কত হীরে মানিকের মহল ছিল। সোমনাথ মন্দিরে কত ধন ছিল, সব উঁট বোঝাই করে নিয়ে গেছে। এখন এমন সময় আসবে যে কারোর ধন মাটিতে চাপা পড়বে, কারোর রাজা খাবে...। বলে না যে রাম নাম সঙ্গে আছে । সত্যিকারের উপার্জন যারা করছে তাদের হাত ভরপুর থাকবে। বাকিরা সবাই খালি হাতে যাবে। বাবা বলেন তোমাদের জিনিস তো তোমাদেরই জন্য। আমি তো নিষ্কামী। এইরকম নিষ্কামী আর কেউ নেই। এইসময়ে সবাইকেই তমোপ্রধান পতিত হতে হবে। বাবা বলছেন আমার সংকল্প হয়েছে যে নতুন দুনিয়ার রচনা করব। আমি আমার অভিনয় করার জন্য এসেছি। যত বড় বড় মুখ্য আত্মারা, তারা সবাই এইরকম সময়ে পার্ট বাজায়। এখন তোমরা জানো যে জ্ঞানের সাগর বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চদেরকেও জ্ঞানে ভরপুর করছেন। আগে তো এইসব জ্ঞান ছিলনা। এখন তোমরা সকলের জীবন কাহিনী জানো। ধর্ম স্থাপকরাও তো মুখ্য, তাই না? সবথেকে ওপরে হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু শিববাবা, যিনি হলেন রচয়িতা। তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। ব্রহ্মার দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণ রচনা করেন। অন্যরা এই বিষয়ে কিছুই জানেনা যে এই জগদম্বা সরস্বতীও একজন ব্রাহ্মণী। অতীতে এইসময়েই ইনি তপস্যা করেছিলেন, রাজযোগ শিখিয়ে ছিলেন। এখন সেই কার্যই করছেন। এই জ্ঞানকে নিয়ে মনন চিন্তন করতে হবে। থাকতে হবে নিজের ঘরেই। সবাই তো আর এখানে এসে থাকবেনা। তবে হ্যাঁ, যারা বাবার সেবাতে ব্যস্ত থাকে তারা সবাই অন্তিমে এখানে এসে থাকবে। তারা নাটকের খুব সুন্দর দৃশ্য দেখবে। বৈকুণ্ঠের ঝাড় নিকটে আসতে থাকবে। বসে বসে সাক্ষাৎকার করবে। *তোমরা এখানেই সম্পূর্ণ ফরিস্তা হয়ে যাও*। যত মনুষ্যাত্মারা আছে সবাই শরীর ছাড়বে। আত্মারা ফিরে যাবে, বাবা পান্ডা হয়ে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এই জ্ঞান এখানেই আছে। সত্যযুগে জ্ঞানের নামই নেই। সেখানে পুরস্কার পাই আর এখানে পুরুষার্থ করি। তোমরা বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। তোমরা অন্যকে বোঝাতে পারো যে আমরা ব্রাহ্মণ। তুমি মিত্র সম্বন্ধীদের বাবার স্মরণে থেকে ভোজন বানিয়ে খাওয়ালে তাদের হৃদয়ও শুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্তিম পর্যন্ত যারা টিকে থাকবে তারা অনেক মজা দেখবে। প্রতি মুহূর্তে বাবা তোমাদের ঘর বাড়ি সবকিছু দেখতে থাকবেন। কিন্তু যে চলে যাবে সে কিছুই দেখবেনা। এই বিকারগুলোকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে তাহলেই হীরে মানিকের দ্বারা সাজবে। না ত্যাগ করলে অতটা সাজতেও পারবেনা। তোমরা এখন জ্ঞান রত্নের দ্বারা সজ্জিত হচ্ছ। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) সত্যিকারের উপার্জন করে হাত ভরপুর করে যেতে হবে। কেবল এক বাবার সাথে সত্যিকারের সওদা করে সত্যিকারের ব্যবসায়ী হতে হবে।

২) হৃদয়কে শুদ্ধ বানানোর জন্য বাবার স্মরণে থেকে ব্রহ্মাভোজন বানাতে হবে। যোগযুক্ত হয়ে ভোজন খেতে এবং অন্যকে খাওয়াতে হবে। বিকারকে ত্যাগ করে জ্ঞান রত্নের দ্বারা নিজে সেজে অন্যকেও সাজাতে হবে।

বরদান:- বাবার বাহুতে মিশে গিয়ে বাবার ভুজা হয়ে সেবা করে ব্রহ্মাবাবার স্নেহী হও।

যে সন্তান বাবার স্নেহী, সে সর্বদা ব্রহ্মাবাবার বাহুতেই লীন হয়ে থাকে। ব্রহ্মাবাবার এই বাহুই হল তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সুরক্ষার উপায়। যে প্রিয় এবং স্নেহী হয় সে সর্বদা বাহুতেই থাকে। তাই সেবার ক্ষেত্রে তোমরা হলে বাপদাদার বাহু বা ভুজা, আবার থাকো বাবার বাহুতেই। এই দুই দৃশ্যকে অনুভব করো - কখনও বাহুতে মিশে যাও আবার কখনও বাহু হয়ে সেবা করো। যেন এই নেশা থাকে যে আমরা ভগবানের ডান হাত।

স্লোগান:- সন্তুষ্টতা এবং প্রসন্নতা - এই দুই বিশেষত্বই উড়ন্ত কলার অনুভব করায়।